গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স"- এর ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	১৪ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	ঃ	বিকাল ০৩.০০ টায়
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম, পি এঁর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভার শুরুতে বিগত ৩৪তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে বেগম আরফিন আরা বেগম, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, কার্যবিবরণীতে শুধু আলোচ্যসূচী নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি কী তা উল্লেখ নাই। এতে প্রকৃত বিষয়টি পরিষ্কার হয় না। এর পরিবর্তে আলোচ্যসূচীর সাথে মূল বিষয়টি উল্লেখ করলে ভাল হয় মর্মে তিনি মতামত দেন। তাঁর মতামত সভায় গৃহীত হয়। অতঃপর সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বলেন। সে অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত ও বক্তব্য জানতে চান।

২.১। **আলোচ্যসূচী-১** ঃ জরীপ অধিদপ্তর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে নক্সা তোলার বিষয়ে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির আলোচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে নদী রক্ষা কমিশনকে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত টাকা না পাওয়া সত্ত্বেও কমিশনের নিজস্ব বাজেট হতে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে গাজীপুর জেলায় ৩৫৬টি এবং মানিকগঞ্জ জেলায় ৩৫৫টিসহ সর্বমোট ৭১১টি নকশা জরিপ অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকগণের প্রতিনিধির নিকট বিগত ৯/৫/২০১৭ তারিখে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সঠিকভাবে চাহিদা নিরূপন না করে বারবার সংশোধিত চাহিদা প্রেরণ এবং একইভাবে ভূমি জরিপ অধিদপ্তর হতেও প্রকৃত মুদ্রিত নকশা সরবরাহের নিমিত্ত নকশার সংখ্যা সুস্পষ্ট না করার জন্য নকশা সংগ্রহ ও সরবরাহের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী এবং নারায়নগঞ্জের জেলা প্রশাসকগণের আওতাধীন নদী সংশ্লিষ্ট মৌজাসমূহের সিএস ও আরএস ম্যাপ এর সঠিক চাহিদা নিরূপনপূর্বক নদী কমিশনে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে সঠিক চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা সরবরাহের জন্য প্রকৃত সরবরাহ সূচী (delivery Schedule) প্রস্তুত ও নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য সভাপতির মাধ্যমে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতি আহ্বান জানান। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং তহশিলদারগণের নিকট নক্সা আছে। তাঁরা প্রায় ১৪০০ মৌজার নক্সা অতি শীঘ্রই দিতে পারবেন। তবে কোন্ শীটের নক্সা প্রয়োজন সেটা সুনির্দিষ্টভাবে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক জানাতে হবে। এ প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা জানান, ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে যে চাহিদা দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবেই দেয়া হয়েছে। নকশা সংগ্রহের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে ২৫ লক্ষ টাকা ছাড়করণের বিষয়ে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যেই চাহিদাকৃত ২৫ লক্ষ টাকা নদী কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আগামী জুন ২০১৭ মধ্যে তা ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত নদী কমিশন তাদের অব্যয়িত বাজেট বরাদ্দ হতেই ব্যয় করে নকশা সংগ্রহ করতে পারবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.২। **আলোচ্যসূচী-২** ঃ "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সঠিক স্থানে সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে"- বিগত সভার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, বিআইডব্লিউটি কর্তৃক উত্থাপিত ৬০৭টি পিলারের অবস্থান বিষয়ক আপত্তি জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিএ'র যৌথ জরিপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে নদী কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় BIWTA নিশ্চিত করেছে এবং পুনঃনির্ধারিত স্থানে জিপিএস রিডিং গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফোরশোর নকশায় পূর্বতন এবং নতুনভাবে সঠিক স্থানে চিহ্নিত অবস্থান

চলমান পাতা-০২

প্রদর্শন করা হয়নি। ফোরশোর ম্যাপে জিপিএস রিডিংসহ এ দু'টির অবস্থান চিহ্নিত করে তা নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে নারায়নগঞ্জ ও টঙ্গী নদী বন্দর এলাকার নকশায় পূর্বতন ও নতুন স্থান চিহ্নিত করে জিপিএস রিডিং এর প্রতিফলন ঘটিয়ে সে নকশার একটি অনুলিপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জের জেলা প্রশাসকগণ নিষ্পত্তিকৃত পিলারের মধ্যে কতগুলি পিলার সংশ্লিষ্ট জেলায় রয়েছে তা স্পষ্টকরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কে অনুরোধ জানান। পরবর্তী সভায় এ সংক্রান্ত জেলাভিত্তিক তালিকা উপস্থাপন করা হবে মর্মে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন।

২.৩। **আলোচ্যসূচী-৩ ঃ** "পুনঃ জরীপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দুই পাড়ে সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই বিআইডব্লিউটিএ, পুলিশ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ ইতোমধ্যেই দু'টি এক্সক্যাভেটর (Excavator) আশুলিয়া এলাকায় নিয়োজিত করেছে। তবে আরও Excavator দিয়ে অবিলম্বে দৃশ্যমানভাবে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন মর্মে বিআইডব্লিউটিএ জানিয়েছে। উপরন্তু নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক এ বিষয়ে চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথকভাবে বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারণা, বিটিআরসির মাধ্যমে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি কর্তৃক মেসেজ প্রচার ও নদী তীরবর্তী জণগনের সাথে সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি বলেন, পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দুই পাড়ে সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট নদী (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও ধলেশ্বরী) এলাকার বন্দর সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা এবং প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাইকিং ও জনসভা করে বিআইডব্লিউটিএ'র জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.৪। **আলোচ্যসূচী-৪ ঃ** "বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লিখিত ১৩ টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে" এর বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনায় বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের পুনঃজরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোন স্থাপনা অপসারণ করা হয়নি। চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন উল্লেখ করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ বর্ণিত ১৩টি স্থাপনা অবৈধভাবে চিহ্নিত করলেও সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বচ্ছতার সাথে নকশা প্রণয়ন, নকশায় পূর্বতন ও নতুন অবস্থান জিপিএস রিডিংসহ চিহ্নিতকরণ, সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিতকরণসহ অন্যান্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, সীমানা পিলারের বাইরেও কিছু স্থাপনা আছে। পরবর্তীতে এসব স্থাপনাগুলো সীমানার মধ্যে পড়ে। তিনি আরো বলেন যে, ২০০৪ সালের আইনে বলা হচ্ছে ১৫০ ফুট Port Limit, কিন্তু নক্সা অনুযায়ী সীমানা পিলার ঠিক আছে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা বলেন, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জাম নাই। তিনি বলেন, দু'একটা উচ্ছেদ করতে না পারলে দখলকারীরা ভয় পাবে না। যে ১৩টার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেগুলো উচ্ছেদ করতে হবে। জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বলেন ধলেশ্বরী নদীর ভিতরে সিমেন্টের ক্লিংকার লোড/আনলোড করার জন্য যে বার্থিং জেটি করা হয়েছে সেগুলো BIWTA কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তা জানা দরকার। অনুমোদিত না হলেও ১৩টার সাথে এগুলোও উচ্ছেদ করা দরকার। এ প্রেক্ষিতে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, সীমানা পিলারগুলো বুঝে নেয়ার সময় এগুলোর বিষয়ে আপত্তি ছিল। এগুলো আপত্তিকৃত এলাকার মধ্যে পড়েছে। যে ১৩টি স্থাপনা নদীর মধ্যে সেগুলো অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি বলেন, চলতি মে মাসের শেষ সপ্তাহে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

২.৫। **আলোচ্যসূচী-৫ ঃ** "ধর্মীয় স্থাপনা বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে" এর আলোচনায় চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রণীত তালিকায় ৪৫টির মধ্যে ৪টি মসজিদের ধর্মীয় নেতাসহ প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। মসজিদ কমিটির সকলেই নদী কমিশনকে অবহিত করেছেন যে এ মসজিদগুলি স্থাপনের কোন আইনগত দলিল বা কাগজপত্র নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি উক্ত আলোচনা সভায় ধর্মীয় বিধি অনুসারে মসজিদগুলির বৈধতা প্রশ্নবোধক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফলে এই ৪টিসহ তালিকায় বর্ণিত সকল মসজিদই বৈধভাবে নির্মিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সকলেই কমিশনকে জানিয়েছেন যে, বিকল্প জায়গায় সংস্থান হলে মসজিদগুলি স্থানান্তরের জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে এ সকল অবৈধ মসজিদগুলি অপসারণ/স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময় দিয়ে মসজিদগুলিকে স্ব-উদ্যোগে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। অন্যথায় প্রদত্ত সময় শেষে বিধি মোতাবেক উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বিকল্প স্থানে মসজিদ স্থানান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিএ কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে তিনি সভায় প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ৪৫টি না হলেও অন্তত দু'একটি দিয়ে শুরু করা দরকার। ইতোমধ্যে কেরাণীগঞ্জে ১টি অপসারণ করা হয়েছে। এভাবে দূরবর্তীগুলো আগে

চলমান পাতা-০৩

অপসারণ করা দরকার। BIWTA এবং জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রয়োজনে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক-কে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত পোষণ করেন।

২.৬। **আলোচ্যসূচী-৬ ঃ** "জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে " বিষয়ক আলোচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর প্রতিনিধিদের জেলা নদী রক্ষা কমিটি-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পত্রের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসকগণের পক্ষ হতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে নাম প্রেরণের জন্য বাপা ও পবা-কে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অনেক জেলাতে বাপা ও পবা এর পক্ষ হতে প্রতিনিধি'র নাম প্রেরণ করা হয়নি। তাই কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন জেলায় বাপা ও পবা'র প্রতিনিধি মনোনয়ন করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, নামের তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে কমিশনে প্রেরণ করা হলে জেলা কমিটিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

২.৭। **আলোচ্যসূচী-৭ ঃ** "নদীর তীরে পুনরায় অবৈধ স্থাপনা তৈরী বন্ধের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রেসক্রাইব্ড/নির্ধারিত ছকে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে" বিষয়ক আলোচনায় বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি বলেন, নদী বন্দরের সীমানাধীন তীরভূমিতে যাতে পুনরায় অবৈধ স্থাপনা স্থাপিত না হয় সে লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র সংশ্লিষ্ট বন্দর ও দপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, এজন্য শীঘ্রই নির্ধারিত/প্রেসক্রাইব্ড পরিদর্শন ছক বিআইডব্লিউটিএ এবং সকল জেলা প্রশাসনের কাছে প্রেরণ করা হবে বলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন হতে জানানো হয়েছে। উক্ত নির্ধারিত/প্রেসক্রাইব্ড পরিদর্শন ছক প্রাপ্তির পর সে মোতাবেক বিআইডব্লিউটিএ এবং ঢাকা/গাজীপুর/মুন্সিগঞ্জ/নারায়ণগঞ্জ/ নরসিংদী/মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক নদীর তীর পরিদর্শনপূর্বক অবৈধ স্থাপনা তৈরী বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

২.৮। **আলোচ্যসূচী-৮ ঃ** ফোরশোর ল্যান্ডের সীমানা পিলার নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের জনাব শরিফ জামিল আলোচ্য সূচীতে উল্লেখিত ফোরশোর ল্যান্ডের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি "ফোরশোর ল্যান্ড" এর পরিবর্তে "নদীর সীমানা" শব্দগুচ্ছ উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেন। আলোচনান্তে বিষয়টি গৃহীত হয়। চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন উল্লেখ করেন যে, সীমানা পিলার নির্মাণ ও স্থাপনের পূর্বে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জেলা প্রশাসকগণের তত্ত্বাবধানে নদী কমিশনের পরামর্শ মতে গঠিত জরিপ কমিটি নদীর সীমানা জরিপের কাজ শুরু করেছে। তবে সকল জেলায় তেমন দৃশ্যমান আগ্রগতি নেই। তিনি এ বিষয়ে আরও মনোযোগী হবার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করার প্রস্তাব রাখেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটও জরিপের কাজটি যাচাই ও পরিবীক্ষণ করছেন। তিনি এজন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করছেন। ফলে নদীর সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য চলমান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তবে সিএস ও আরএস নকশা অনুযায়ী সীমানা জরিপ করার উদ্দেশ্যে জরিপ কার্য চলমান থাকলে ভবিষ্যতে তা কার্যকর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সকল জেলার সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার আওতায় নদীর সীমানা জরিপের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান।

২.৯। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী বলেন, সমস্ত কাজ আটকে আছে নক্সার জন্য। যদিও পরিবেশ ও বন, কৃষি, যোগাযোগ, পানি সম্পদ এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। নক্সা সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ খুব বেশি নয়। এটি নিয়ে পরস্পরের উপর দায় চাপানো কাম্য নয়। মাননীয় মন্ত্রী পাবনা জেলা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদীর বর্তমান অবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন যে, নদীটি ইতিমধ্যে দখল, দূষণ ও ভরাটের কারণে এর মূল বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। এই নদীটি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। তনি নদীটি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সকল প্রকারের সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৩। বিবিধ আলোচনা

৩.১। বড়াল নদী ভরাট ঃ

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে আরও অবহিত করেন যে, পাবনা জেলার চাটমহর উপজেলায় বড়াল নদীর একটি অংশ (মরা বড়াল) চাটমহর পৌরসভার মাননীয় মেয়র ভরাট করে মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং বারংবার অনুরোধ করা সত্বেও তিনি এ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকছেন না মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, বড়াল নদী পুনরুদ্ধার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য আগামী ২৪/০৫/১৭ তারিখে রাজশাহী বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনার জন্য ধার্য্য আছে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী আলোচনায় অংশ নিয়ে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবেন মর্মে সদয় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সভাপতিও এজন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চলমান পাতা-০৪

৩.২। আদি বুড়িগঙ্গা (২য় চ্যানেল) পুনরুদ্ধার ঃ

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, ৩৫০৩/০৯ নং রিট পিটিশনে ধলেশ্বরী এবং বুড়িগঙ্গা নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। একটি কমিটির মাধ্যমে এ বিষয়ে জরিপ কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করলে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জরিপপূর্বক নকশাসহ প্রতিবেদন মহামান্য আদালতে উক্ত কমিটি দাখিল করেছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক কমিশনকে অবহিত করেছেন। কিন্তু প্রণীত উক্ত নকশাটি ভ্রমাত্মক এবং আদৌ আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেল নয় মর্মে ভূমি জরিপ অধিদপ্তর এর সাথে একাধিক সভায় কমিশন নিশ্চিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, দাখিলকৃত নকশায় প্রকাশিত ক্যানেলটি মূলত স্থানীয় পয়:নিষ্কাশন খাল যার সাথে ধলেশ্বরী নদীর কোন সম্পর্ক বা সংযোগ নেই। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ধলেশ্বরী সংযোগকারি আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলের সঠিক নকশা প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যেই জরিপ অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং জরিপ অধিদপ্তর এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

৩.৩। ধলেশ্বরী নদীর দখল ও দূষণ ঃ

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলাধীন সাভার উপজেলার চামড়া শিল্প নগরীর সম্মুখস্থ ধলেশ্বরী নদীর দখল ও দূষণ বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, নদী দখল করে অবৈধভাবে গড়ে উঠা মুরগির খামার এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ভরাটকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (রেজা কন্সট্রাকশন) এর বিরুদ্ধে অর্থ দন্ড করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে আকিজ গ্রুপ এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত ধলেশ্বরী নদী দখল ও দূষণের তদন্ত চলছে। তিনি সভাপতির মাধ্যমে জেলা প্রশাসক মানিকগঞ্জকে এ বিষয়ে অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

(খ) চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভাকে আরো অবহিত করেন যে, সাভারের হরিনধরা মৌজায় অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত CETP যথাযথ ও কার্যকর পরিচালনা করা হচ্ছে না বলে ভরটেক্স গ্রিট চেম্বারে সলিড ওয়েষ্ট ওভারফ্লো করছে এবং অপরিশোধিত বর্জ্য মিশ্রিত পানি নদীতে নিষ্কাশিত হচ্ছে। এছাড়া ইতোমধ্যে স্থানান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বারবার বলা সত্ত্বেও লবন হ্রাসকরণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোনরুপ কর্ণপাত করছেন না। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই ধলেশ্বরী নদীটি বুড়িগঙ্গার ন্যায় দূষণে আক্রান্ত হবে এবং তা ব্যবহারের অনুপযোগি হয়ে পড়বে। তিনি কমিটির মাননীয় মন্ত্রীবর্গসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দকে প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম পরিদর্শন ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি প্রকল্প এলাকা মাননীয় মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে পরিদর্শন করার সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

৩.৪। কর্ণফুলী, হালদা নদীর অবৈধ দখল ও দূষণ মুক্ত করণ ঃ

চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্ণফুলী নদীর আগ্রাসি দখল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দূষণ এর ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন যে, দখলের কারণে কর্ণফুলী নদী ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু নদীর তীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কারণে তাদের দ্বারা দুষিত হচ্ছে। অবৈধ দখলদারের তালিকা প্রণয়ন করা হলেও দৃশ্যমানভাবে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি বা তালিকাটিও জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। তিনি অবৈধ দখলদারদের তালিকা কমিশনে প্রেরণ এবং দ্রুত অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য নির্দেশনা প্রার্থনা করেন।

৩.৫। এছাড়া, চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন সভাকে অবহিত করেন যে, হালদা নদীর উজানে স্থাপিত রাবার ড্যাম এর কারণে হালদা নদীতে সুপেয় পানির সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এছাড়া উক্ত ড্যাম এর কারণে পানির বাঁধাহীন প্রবাহ বিনষ্ট হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মাছের প্রজনন ব্যহত হচ্ছে। উপরোন্ত কর্ণফুলী নদীর লবনাক্ত পানি হালদা নদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে। ফলে পানির লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, হালদা নদীর উপরে রেলওয়ে বিভাগের একটি পরিত্যক্ত সেতু রয়েছে এবং পাশে আরেকটি সেতু নির্মিত হয়েছে। এই দুটি সেতু পাশাপাশি থাকায় এবং অন্যান্য কারণে নদীতে চরের সৃষ্টি হয়ে নদীটি নাব্যতা হারাচ্ছে। তিনি পরিত্যক্ত সেতুটি জরুরী ভিত্তিতে অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রস্তাব রাখেন।

৪। সভাপতি ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণের কার্যক্রমে ধীরগতি এবং দৃশ্যমান কোন অর্জন না থাকায় সভায় অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বাস্তবায়ন আবশ্যিকভাবে করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ ধরণের কোন প্রস্তাব সভায় উত্থাপনের পূর্বে বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। সভাপতি অতঃপর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য বিআইডব্লিউটিএকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি নদীর দুপাড়ে নতুনভাবে কোন প্রকার অবৈধ স্থাপনা যেন নির্মাণ করা না হয় সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে ও নজরদারি বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রসংগে তিনি আরো বলেন যে, ধলেশ্বরী নদীতে যে বার্থিং জেটিসমূহ আছে তাদেরকেও সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা আছে। তবে নতুনভাবে কেউ নদী ভরাট করলে সে তথ্য লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য তিনি পরামর্শ দেন। একই সাথে দরখাস্তের কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকেও দিতে বলেন। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া যেতে পারে মর্মে অভিমত পোষণ করেন।

চলমান পাতা-০৫

পাবনা শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদী দখলমুক্ত করার বিষয়ে তিনি বলেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। তা না হলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০১।	জেলা প্রশাসকগণ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নির্ধারিত ছকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে CS ও RS নকশার সঠিক চাহিদা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে চাহিদা প্রাপ্তির পর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নকশা সরবরাহের জন্য সুনির্দিষ্ট সূচি প্রণয়ন করবে।	১। জেলা প্রশাসক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর। ২। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
০২।	পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দু পাড়ের সকল প্রকার নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার বিষয়ে নদী কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। চেয়ারম্যান, BIWTA. ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৪। নৌ পুলিশ
০৩।	BIWTA কর্তৃক আপত্তিকৃত ৬০৭টি পিলার এর নতুন অবস্থান চিহ্নিত করে সংশোধিত নকশাসহ জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। BIWTA ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
০৪।	BIWTA কর্তৃক চিহ্নিত ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে ভাঙ্গতে/অপসারণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় BIWTA কে উপস্থাপন করতে হবে।	১। BIWTA ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী।
০৫।	নদীর জায়গায় স্থাপিত ধর্মীয় স্থাপনা অপসারণ/স্থানান্তরের বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৩। BIWTA ৪। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
০৬।	জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জেলা ভিত্তিক মনোনীত প্রতিনিধির তালিকা বাপা ও পবা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। সাধারণ সম্পাদক, (বাপা) ৩। চেয়ারম্যান, পবা।
০৭।	কোন নদী কতটুকু সীমানা পুনঃ জরিপের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে- তার নদী ভিত্তিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকগণ উপস্থাপন করবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী।
০৮।	নদীর অবৈধ দখল ও দূষণ প্রতিরোধে জেলা নদী রক্ষা কমিটি নজরদারি বৃদ্ধি করবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
০৯।	পাবনা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদী পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। বিভাগীয় কমিশনার (সংশ্লিষ্ট) ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
১০।	কর্ণফুলী নদী অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রেরণ ও উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৫/২০১৭ ইং।
(শাজাহান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স।

চলমান পাতা-০৬

নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫-৪০৮

তারিখ ঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৯ মে, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

বিতরণ ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইস্টার্ণ হারমনি, এপার্টমেন্ট-এ/১০৩,বাসা নং-১১/এ, রোড নং-৭১, গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।
০২। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ভবন নং-০৬, রুম নং-২০৪, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০৩। বেগম সানজিদা খানম, মাননীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসন), ১৭২২, হাজী কে আলী রোড, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪।
০৪। এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,ঢাকা-১০০০।
০৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৯। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
১০। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, সড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
১৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২০। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (বিসিক), মতিঝিল, ঢাকা।
২২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তা মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
২৩। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।
২৪। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২৫। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার(১২ তলা) ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
২৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
২৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব, সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
২৯। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ।
৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
৩১। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
৩২। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৩। মাননীয়মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,স্থানীয়সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়
৩৪। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৫। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৬। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩৭। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৮। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৯। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪০। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়

[মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ]

৪২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী।
৪৩। জেলা পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী।
৪৪। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ১৩৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৪৫। জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (পবা), ৫৮/১, কলাবাগান ১ম লেইন, ঢাকা-১২০৫।
৪৬।সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস এসোসিয়েশন(বেলা),বাড়ীনং-১৫/এ(৪র্থ তলা),রোড নং-৩,ধানমন্ডি,ঢাকা
৪৭। ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
৪৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। সচিব (যুগ্মসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬,নয়াপল্টন,ঢাকা-১০০০।
৫০। উপসচিব (প্রশাসন-১/টাস্কফোর্স শাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
৫৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/টাস্কফোর্স) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯/৫/১৭

(মোঃ কুতুব উল্ল আলম)
সহকারী সচিব
ফোন নং ৯৫৪৫৭১৬।